

উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)



উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)





উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০১৭

উপদেশক

জনাব মোঃ আবদুল করিম

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক শফি আহমেদ

সুহাস শংকর চৌধুরী

শারমিন মৃধা

সাবরীনা সুলতানা

প্রচ্ছদ

মনসুর-উল করিম

শেষ প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্ঞা

আবু সালেহ কাজল এবং

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ছবি

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন

প্লট-ই-৮/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

টেলিফোন: ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৮০-৮২

ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৮৮

ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org

ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org

ফেসবুক: www.facebook.com/pksf.org

ডিজাইন এবং মুদ্রণ

এ্যাভারগীন প্রিণ্টিং এন্ড প্যাকেজিং





সূচি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্ঘাপন ৫

সম্পাদকের কথা ৬

স্বাগত বক্তব্য ৯

মূল উপস্থাপনা ১৫

প্রাথমিক বক্তব্য ২৭

উন্মুক্ত আলোচনা ৩১

সম্মানিত অতিথির বক্তব্য ৪১

সমাপনী বক্তব্য ৪৫

অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা ৪৭



নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা

সুবী,

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ উপলক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) আগামী ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ
মঙ্গলবার দুপুর ২:৩০টায় পিকেএসএফ-এর অডিটোরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য:
টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও বৈষম্যবীনতা। সেমিনারে সমানিত অতিথি হিসেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি
কর্পোরেশন-এর মাননীয় মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সেমিনারে প্রবন্ধ
উপস্থাপন করবেন বেগম রোকেয়া, নির্বাহী পরিচালক, ঘৰেলুৰী উন্নয়ন সমিতি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন
পিকেএসএফ-এর সমানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

অনুষ্ঠানে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মোঃ আবদুল করিম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

অনুষ্ঠানসূচি

০২:০০-০২:৩০	নিবন্ধন
০২:৩০-০২:৪০	অতিথিদের আসন গ্রহণ
০২:৪০-০৩:০০	স্বাগত বক্তব্য
০৩:০০-০৩:২০	জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
০৩:০০-০৩:২০	প্রবন্ধ উপস্থাপন
	বেগম রোকেয়া, নির্বাহী পরিচালক, ঘৰেলুৰী উন্নয়ন সমিতি
০৩:২০-০৪:৩০	মুক্ত আলোচনা
০৪:৩০-০৪:৪৫	সমানিত অতিথির বক্তব্য
০৪:৪৫-০৫:০০	ড. সেলিনা হায়াৎ আইভী, মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
	সভাপতির বক্তব্য
	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পিকেএসএফ

দুপুর ১:০০-১:৩০টায় পিকেএসএফ ভবনের ২০১ নং কক্ষ থেকে অতিথিদের মধ্যাহ্নতোজ পরিবেশন করা হবে।



আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর নামের মধ্যে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা স্পষ্টেই প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য ওই কর্মসংস্থানের ব্যাপকতর লক্ষ্য হল দারিদ্র্যহ্রাস। দারিদ্র্যহ্রাস পেলেই সুবিধাবর্ধিত মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে, এমন একটা বিশ্বাসকে প্রতিপন্থ করার জন্য বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচে ক্ষুদ্রখণ্ডান কর্মসূচির বিস্তার আমাদের চোখে পড়ে। পিকেএসএফও বহুদিন এমন ধারণাকে লালন করেছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর উন্নয়ন অর্থনীতির মানবিক দিকের প্রতি সক্রিয় মনোযোগ দেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সংস্থার নীতিগত ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি অর্থবহু পরিবর্তনের সূচনা করেন। তিনি দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে নির্দেশ করে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা সমাধানে উদ্যোগী হবার আহবান জানান। মানুষকে শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদর্শন করলে চলবে না, এই সহায়তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে অনুকূল অবস্থাও সৃষ্টি করতে হবে। তা ছাড়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার মধ্যে এমন এক আস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে তার চিত্তের উৎকর্ষও ঘটে। সর্বোপরি, যে মানুষকে সাহায্য দেয়া হচ্ছে, তার মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাকে পাশে নিয়েই উন্নততর জীবনমানসমূহ অগ্রযাত্রার পথে হাঁটতে হবে।

সেই মানুষের অর্ধেকই নারী। এই সমাজে অনাদিকাল থেকে নারী যে বৈষম্যের শিকার, তা বিলোপ করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের উদ্যোগেই পিকেএসএফ আনুষ্ঠানিক ও ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপন করতে শুরু করে। পিকেএসএফ-এর কর্মতৎপরতায় বহুমুখী ইতিবাচক বৈচিত্র্যায়নের একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত হল এই নারী দিবস উদ্যাপন। এই উদ্যাপনে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহকেও যুক্ত করা হয়েছে। নারী দিবস উপলক্ষে সেমিনারের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কৃতী, বিদুষী ও সফল এবং সাহসী নারীরা।

পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কাছে এই দিবসের উদ্যাপন হয়ে ওঠে একদিকে আনন্দ সম্মিলনী, অন্যদিকে সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য বিমোচনে ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু।



সম্পাদকের কথা

অতি সম্প্রতি রূপা নামে একটি মেয়ে আমাদের গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছিল। রূপা আমাদের সমাজের নিম্নবিভিন্ন পরিবারের একজন তরুণী। রূপার জন্যে আমাদের এই সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য পাওয়া বেশ কঠিন। রূপা নিজেও তা জানতো। পরিবারের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দিয়ে সে তার পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এই তরুণী পোশাগত দিক থেকে আরও একটু উন্নত কাজের সম্বান্ধে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। তার পরিবারের সদস্যরা তার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় ছিল। কিন্তু রূপা আর ফিরে আসেনি। তার শব্দেহ পাওয়া যায় এক মহাসড়কের পাশে। বাসের চালক ও অন্যান্য কর্মীরা রূপাকে ধর্ষণের পর নৃৎসভাবে হত্যা করে পথের পাশে ফেলে দেয়। এই গল্প আমাদের সকলকেই বিশেষভাবে ঝর্নাহত করেছিল। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাওয়ার ধারায় আরও কিছুকালের মধ্যে আমরা রূপার কথা ভুলে যাব। কারণ, আমাদের সমাজে নারীর ওপর এমন অত্যাচার এমন নির্ভুলভাবে ক্রমবর্ধমান যে, বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই এমন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রে আমরা এধরনের খবর পড়ে থাকি। নারীর ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যা বর্তমান সমাজে নিয়ন্ত্রিতিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। এর ব্যাপকতা এমন যে, এইসব সহিংসতার কাহিনী আর আমাদের যেন তেমনভাবে ব্যথিত, উত্তেজিত এবং আলোড়িত করে না।

এমন একটা অঙ্ককারাচ্ছন্ন চিত্রের বিপরীতে নারীকে নিয়ে আমাদের অনেক সাফল্যের গাথা আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা সংসদের স্পীকার নিয়ে কথা বলার সময় আমরা কিঞ্চিত গর্ববোধ করে থাকি। নারীর প্রতি সহিংসতা যেমন ক্রমবর্ধমান তেমনি কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণও ক্রমবর্ধমান। কিন্তু তবু আমরা কোনভাবেই বলতে পারব না যে আমরা নারীবান্ধব একটি সমাজ নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছি। বাড়ির বাইরে নারীর চলমানতা দৃশ্যগ্রাহ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সমাজে নারী তার অধিক্ষেত্র অবস্থা থেকে উন্নত হতে এখনও কঠিন সংগ্রামে লিঙ্গ রয়েছে।

একটা কল্যাণ শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে নিজেকে আলাদাভাবে নারী হিসেবে শনাক্ত করে না। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে এই সমাজে পুরুষদের যে অধিকার আছে, বালিকা হিসেবে তার অনেকগুলি তার জন্য প্রযোজ্য নয়। সমাজই তাকে নারী বা পুরুষ হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তোলে। এই সমাজধর্ম স্বাভাবিক এবং সেটাই যে সমাজের জন্য মঙ্গলময় এমন একটা বিধান অনাদিকাল ধরে আমাদের মধ্যে চলে আসছে। সমাজপতিদের তৈরি করা ছকে শুরু হয় কন্যাশিশুর পথচলা।

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান সমাজে সেই আদিকাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত এবং মানবসমাজের পরিক্রমার জন্য তা নিশ্চিতভাবেই অপরিহার্য। কিন্তু বিশেষত আমাদের প্রাচ্যের সমাজে নারীর জন্যে বিবাহবন্ধন একধরনের নতুন বন্দীদশার সূচনা। তার জন্যে বিবাহপূর্ব জীবনও যে মুক্তির অথবা নিজের ইচ্ছা পূরণের

অনুকূল, তাও নয়। অসংখ্য নারীর জন্যে এ এক করণ ও বিচিত্র পরিহাস যে, কুমারী অবস্থায় সে কল্পনা করে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে সে এক স্বাতন্ত্র্যমুখী জীবনের সন্ধান পাবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সেই প্রত্যাশার পরিণতি ঘটে হতাশায়। আমাদের এই সমাজে অর্ধশতক আগেও বাল্যবিবাহের সংখ্যা ছিল বেশ উদ্বেগজনক। দেশের স্বাধীনতা, শিক্ষার বিস্তার এবং বিভিন্ন নারীকল্যাণমুখী সংগঠনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থানের ইতিবাচক বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই একবিংশ শতকেও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের সংখ্যা আমাদের পীড়িত করে তোলে। বাল্যবিবাহের কারণে একজন বালিকার নিজস্ব জীবন হারিয়ে যায়। সে আর নিজের মত করে স্বপ্ন দেখতে পারে না, নিজের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো অনুচ্ছারিত থেকে যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা অপ্রাপ্তবয়ক্ষ অবস্থায় গর্ভধারণ তার স্বাস্থ্যের জন্য স্থায়ীভাবে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

বিগত এক বছরে সরকার প্রবর্তিত নতুন বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে উঠেছে। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৮ বছরের পূর্বেই কোন মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা রেখে যে আইন পাশ করা হয়েছে সে বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সচেতন মানুষ তাদের অসম্মতি ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এমন এক অঞ্ছলযোগ্য পরিস্থিতিতেও সুরক্ষকর সংবাদ হল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাল্যবিবাহের ঘটনা প্রতিরোধে সাধারণ মানুষ, স্থানীয় প্রশাসন এবং সর্বেপরি স্কুলপড়ুয়া বালিকারাই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এমন আশা জাগানিয়া সংবাদ আমরা আজকাল হর-হামেশাই দেখতে পাচ্ছি।

বছরের একটি দিনে নারীর অবস্থান, তাদের প্রতি সমাজের সুদীর্ঘ কালের বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি অশোভন আচরণ, নারীর জন্যে চাকুরি বা শিক্ষাক্ষেত্রে আলাদা কোটা প্রবর্তন অথবা তাদের কল্যাণে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির কথা বলে অথবা তাদের জন্য একটি বিভেদেহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে থাকি। কিন্তু যা প্রয়োজন তা হল, নারীর প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্নমুখী এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই পাঠ্যবস্ত এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে শিশুরা নারীর প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মানবোধের শিক্ষা লাভ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়ির বাইরে নারী যাতে তার প্রার্থিত অবস্থান খুঁজে পায় সেজন্য বিভিন্ন বিরতিতে প্রচারণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পিকেএসএফ নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পিকেএসএফ-এর অনেকগুলি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন নারী। একটি কর্মসূচির অধীনে ‘কিশোরী ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করে তাদের যোগ্যতা, অর্জন, অধিকার ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা বিষয়ে সচেতন অঞ্চলগামিতার বিষয়টি বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। এই সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ তাদের আচরণ, কথাবার্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটি নারীবাঙ্কির কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। নারীর প্রাপ্ত্য অধিকার এবং সমাজে তার সমতাভিত্তিক অবস্থান নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ সদাসচেষ্ট।







স্বাগত বক্তব্য

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সেমিনারে উপস্থিত সকলকে বিশ্ব নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদৃত বেগম রোকেয়ার *Sultana's Dream* রচনার কথা উল্লেখ করে বলেন, বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিলো পুরুষরা নারীদের গৃহকর্মের সহযোগী হবেন এবং নারীরা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন। বেগম রোকেয়ার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি বলে জনাব করিম মত অকাশ করেন। বাংলাদেশে বিগত ২৬ বছরের নারী নেতৃত্ব দেশের আপামর নারী সমাজকে উন্নয়নের পথে বহু দূর এগিয়ে নিয়েছে। দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে আইন, বিধি-বিধান তৈরি হচ্ছে এবং তা প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান নারীদের সমান ক্ষমতা ও বৈশম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লড়তে উদ্বৃদ্ধ করেছিলো।

বৃটিশ আন্দোলনে মাস্টারদা
সূর্যসেন-এর সহযোগ্যা হিসেবে
প্রতিলিপা ওয়াদ্দেদার-এর
কথা উল্লেখ করে তিনি
বলেন, নারী হিসেবে
প্রতিলিপা যে অবদান
রেখেছিলেন, তা ১৯৭১-এর
মুক্তিযুদ্ধে নারীদের স্বাধীনতা
অর্জনের সংগ্রামে লড়তে
উদ্বৃদ্ধ করেছিলো।



করে এসেছেন। দেশে যেমন নারী পাইলট, নারী বিমান সেনা, নৌ সেনা রয়েছেন, তেমনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশের নারী পুলিশ বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে স্থান করে নিয়েছে। বৃটিশ আন্দোলনে মাস্টারদা সুর্যসেন-এর সহযোদ্ধা হিসেবে প্রীতিলতা ওয়াদেদার-এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারী হিসেবে প্রীতিলতা যে অবদান রেখেছিলেন, তা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নারীদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লড়তে উদ্বৃদ্ধ করেছিলো।

**বাংলাদেশের মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্ট
সাহসী ভূমিকার কথা উল্লেখ
করে তিনি বলেন, নারী
অধিকার রক্ষায় সরকার
বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান
প্রণয়ন করেছে এবং সেসব
বাস্তবায়ন করছে। নারী
নির্যাতন প্রতিরোধ
আইন-এর বিষয় উল্লেখ
করে তিনি বলেন, নারীদের
বিশেষত বিবাহিত নারী ও
নারী গৃহকর্মীদের নির্যাতন
রোধ ও অধিকার সুরক্ষায় এ
আইনটি জোরালো ও
কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।**

জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ১৯৮৫ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধিত মুসলিম ফলে স্ত্রী হিসেবে নারীরাও তালাক প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

বিশ্বব্যাপী নারীদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন ক্রমান্বয়ে নারীদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীদের ক্ষমতায়নের দাবি তৈরি হয় এবং ১৯৭৯ সালে বৈষম্য বিলোপ সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হয়ে ওঠে। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। নারীদের ভোটাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমেরিকায় ১৯২০ সালে এবং ভারত উপমহাদেশে ১৯৪০ সালে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। সে তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্ট সাহসী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারী অধিকার রক্ষায় সরকার বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে এবং সেসব বাস্তবায়ন করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন-এর বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীদের বিশেষত বিবাহিত নারী ও নারী গৃহকর্মীদের নির্যাতন রোধ ও অধিকার সুরক্ষায় এ আইনটি



তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, যানবাহনে নারীদের সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাকিস্তানের মত দেশগুলিতে এ ধরনের ব্যবস্থার কথা চিন্তাই করা যায় না। এ প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক কালে নেপালে অনুষ্ঠিত Regional Dialouge on Woman Empowerment শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি প্রদত্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পাকিস্তানের নারীরা বাংলাদেশের নারীদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন।

বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যবিবরণীতে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম অঙ্গৰ্ভে করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ শিক্ষা তহবিল ট্রাস্ট থেকে গ্রেড-১৪ পর্যন্ত মেয়েদের বিনামূল্যে পড়ালেখার সুযোগ দেয়ার মতো যুগান্তকারী আইন বা প্রথা অনেক দেশেই নেই, যা প্রশংসার মোগ্য। দেশের প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ক্রমান্বয়ে সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধির যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। যা আমাদেরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফ-ও সুচিত্তি ও সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নারীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ বর্তমানে মাত্তুকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধাও প্রদান করছে, যা অনেক প্রতিষ্ঠানে এখনো প্রচলন হয়নি। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে নারীপ্রধান

প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ শিক্ষা

তহবিল ট্রাস্ট থেকে

গ্রেড-১৪ পর্যন্ত মেয়েদের
বিনামূল্যে পড়ালেখার সুযোগ
দেয়ার মতো যুগান্তকারী
আইন বা প্রথা অনেক
দেশেই নেই, যা প্রশংসার
যোগ্য। দেশের প্রশাসনে
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা
সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন
করছেন বলে তিনি উল্লেখ
করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
জাতীয় সংসদে ক্রমান্বয়ে
সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধির
যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা
একটি ইতিবাচক উদ্যোগ।



নির্বাহী কর্মকর্তা পরিচালিত অনেক প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে কাজ করছে। নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সংষ্ঠিতে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংগঠনসমূহ সর্বদাই সচেতন ও তৎপর।

নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে সকল আইন ও বিধি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না। বাস্তব ক্ষেত্রে

বাস্তব ক্ষেত্রে নারীরা এখনো

নির্যাতনের শিকার এবং

নারীদের গৃহস্থালী

কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য

কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে

মূল্যায়ন করা হচ্ছে না।

তাছাড়া এইসব কাজের

অবদান জিডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত

করা হচ্ছে না।

নারীরা এখনো নির্যাতনের শিকার এবং নারীদের গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কার্যাবলি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। তাছাড়া এইসব কাজের অবদান দেশের জিডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থায় কর্মরত একজন নারী সদস্যের সাথে আলোচনার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবারে একজন নারী সদস্য সব সময় মনে করেন তার নিয়ন্ত্রণের গৃহস্থালী কাজকর্মের কোন স্বীকৃতি নেই। এক্ষেত্রে কাজের বাস্তব মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজকের সেমিনারের বিষয় উল্লেখ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশা প্রকাশ করেন যে, এ সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও আলোচনা থেকে ভবিষ্যতে গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক দূর-দূরাত্ম থেকে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়ার ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী তাঁর নানা ব্যস্ততার মধ্যেও এই অনুষ্ঠানে এসেছেন, এজন্য তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উপস্থাপিত প্রবন্ধের রচয়িতা বেগম রোকেয়াকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন।









মূল উপস্থাপনা

টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও বৈষম্যহীনতা

বেগম রোকেয়া

নির্বাহী পরিচালক

স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর অগ্রযাত্রার ইতিহাসে তো বটেই, মানুষের এগিয়ে যাবার সকল সংগ্রামে এই দিনটি একটি মাইলফলক। আন্তর্জাতিক নারী দিবস পৃথিবীর দেশে দেশে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে। প্রতি বছর বিশ্বের সকল দেশে দিবসটি পালিত হয়। ২০১৭ সালে এই আন্তর্জাতিক দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ‘নারী পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা’। পিকেএসএফ আয়োজিত আজকের সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয়, টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও বৈষম্যহীনতা। আমি মনে করি, বিষয়টির মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন ভাবনাকে সুদৃঢ় ও আরো যৌক্তিক করার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও বৈষম্যহীনতাকে সমন্বিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রথমেই আলোচ্য বিষয়টির একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এর মধ্যে উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন, বৈষম্যহীনতা, সমতা ও ক্ষমতায়ন শব্দগুলি রয়েছে। তাই আমাদের আলোকপাত করতে হবে উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও বৈষম্যহীনতাকে সম্পৃক্তকরণের যৌক্তিকতার ওপর।

আমরা জানি, সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাই মানুষকে ঘিরে, মানুষের প্রয়োজনে। অর্থাৎ সেন বলেছেন, ‘মানুষ যে প্রকৃত স্বাধীনতাগুলি ভোগ করে তা সম্প্রসারণের একটি প্রক্রিয়াই হলো মানব উন্নয়ন’। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও বন্ধিত মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনের সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানই সত্যিকার উন্নয়ন। এক কথায় মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনই হচ্ছে উন্নয়ন। উন্নয়ন হলো সাংবিধানিক ও ন্যায়বিচারের সহায়ক শক্তি। আর টেকসই উন্নয়ন হলো





ভবিষ্যত প্রজন্মের সার্বিক নিরাপত্তাকে চিন্তায় রেখে সবাইকে নিয়ে যে অগ্রগতি, অন্যের চিন্তাধারার উন্নয়ন এবং পরিবেশকে মর্যাদা দান। টেকসই উন্নয়ন সুনির্ণিত করতে প্রয়োজন যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ রূপান্তরের জন্য বড় ধরনের পরিবর্তনের লক্ষ্যে একতাবদ্ধভাবে কাজ করা। অল্লিকথায় টেকসই উন্নয়ন হলো, মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং সুরক্ষামূলক নিরাপত্তার সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

এবার দৃষ্টি দিতে চাই নারীর বৈষম্যহীনতা ও সমতার দিকে। বৈষম্যহীনতার ব্যাপারটি বুঝতে হলে আগে বৈষম্য বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা দরকার। বৈষম্য হলো নারী-পুরুষের মধ্যে চিরাচরিত বিভেদে, সমাজে সাধারণভাবে নারীকে পুরুষের তুলনায় ছোট করে দেখা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং নারী সহিংসতার শিকার হয়। এই সবকিছুর অবসানকে আমরা বৈষম্যহীনতা বলতে পারি। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মনে করতেন, মানসিক দাসত্ব নারীর এই অধস্তন অবস্থানের জন্য মূলত দায়ী। তিনি আরও মনে করতেন, সামাজিক পৃথকীকরণ ইচ্ছাকৃতভাবেই নারীকে অপ্রস্তুত ও দুর্বল করে রেখেছে। আর এ ক্ষেত্রে নারীর মানসিক দাসত্বই তাকে পিছিয়ে রেখেছে। তাই সমতা মানবাধিকারের একটি বিষয় এবং সমতা বলতে নারী পুরুষের সমানাধিকার, সমান সুযোগ এবং দায়বদ্ধতাকে বোঝায়।

ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার দ্বারা মানুষের মর্যাদা সৃষ্টি হয়। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষ বাধা অতিক্রম করে আলোর পথে পা বাঢ়াতে পারে এবং স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বোপরি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারলেই মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। এক কথায়, ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা মানুষ তার শরীর, মন এবং কাজের ওপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাই নারীকে ক্ষমতায়িত হতে হলে তাকে এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেখানে তার নিজের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে তার নিজের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের দ্বারা জীবনে মানোন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সহজতর হয়। নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। নারীর সবল এবং সচেতন অঙ্গিত্বের বিকাশ ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য। তাই নারীর ক্ষমতায়নকে ভাবে চিহ্নিত করা যায়:

- নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ।
- নারীর জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তসমূহে নারীর অংশগ্রহণ।
- নারীর নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিমণ্ডল, পরিধি ও সম্ভাবনার বিস্তার।



নারী আন্দোলনের বৈশ্বিক বিষয়সমূহ

মানব উন্নয়ন বা নারী উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষসহ আমাদের এই ভূখণ্ডে নারী আন্দোলনের একটি দীর্ঘ উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। ১৮৫৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিস্তার লাভ করছে। বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীরা এসব আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এই সময় জুড়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ধারাবাহিকভাবে চলেছে। এ পর্যন্ত নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক উদ্যোগসমূহ একটু দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) নারীর প্রতি মানুষের দ্রষ্টিভঙ্গিতে একটি বড় পরিবর্তন আনে।
- ১৯১৮ সালে ভারতের নারীরা ভোটাধিকার দাবি করে; ১৯৪০ সালে এ অধিকারের স্বীকৃতি পায়।
- ১৯১৮ সালে বৃটিশ নারীরা এবং ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে।
- ১৯৪৬ সালে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন (CSW) গঠিত হয়।
- ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ গৃহীত হয়।
- ১৯৬৭ সালে নারী-পুরুষের সমতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।
- ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে। প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ৩৩টি দেশের ১,২০০ অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে গৃহীত হয় বিশ্ব কর্ম-পরিকল্পনা (World Action Plan), যাতে নারীর মজুরিবিহীন শ্রমের স্বীকৃতি, নারীর ভূমিকার পুনঃগৃহ্যায়ন দাবি করা হয়।
- ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে নারী দশক ঘোষিত হয়।
- ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি বিরাজমান সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ (Convention on Elimination of all Discrimination Against Women: CEDAW) গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৫ সালে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৯২ সালে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি দেয়া হয়।



- ১৯৯৩ সালে ভিয়েনাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নারীর অধিকার মানবাধিকার হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ সম্পর্কে ঘোষণা অনুমোদিত হয়।
- ১৯৯৪ সালে কায়রোতে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নারীর স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকারকে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন নীতিমালায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
- ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নারী আন্দোলনে বাংলাদেশ

সমাজের প্রতিটি আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস থাকে। সময়ের পরিক্রমায় আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে, নতুন ইস্যু যুক্ত হয়, আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের রয়েছে সেরকম সুনীর্ধ ও সমৃদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাস।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নানা সংগ্রাম, আন্দোলন, নির্যাতন ও অত্যাচারের ঘটনার পরিপূর্ণ ইতিহাস। যেসব মনীষী, সংগ্রামী নেতা, সংগঠন ও কর্মীর অবদান ও যাঁদের সংগ্রাম, আন্দোলন, আত্যাচার নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করেছে, তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। তবে বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের গতি বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয় ১৯৭০ সালে।

এরপর ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তর এবং ১৯৭২-এর সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি আমাদের সমাজ পরিবর্তনে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই সময় থেকেই এ দেশে শুরু হয় নারী আন্দোলনের নতুন পর্যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সুষ্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।
সংবিধানের ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪৪ এবং ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।



- স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিনমৃল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রথম বারের মতো নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সরকার ১৯৭২ সালে নারী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে।
- পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা হয়। নারীর প্রতি সকল বৈশম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাক্ষন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, পরিবহণ ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক বিবিধ অধ্যায়ে জেডার পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত করা হয়।

১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ছিল নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি মাইলফলক। ২০১১ সালে এই নীতিমালা সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপে নতুন করে ঘোষণা করা হয়। এতে নারীবান্ধব কিছু নতুন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা সংযোজিত হয়েছে, যেমন: মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, জেডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন এবং দুর্যোগকবলিত, অনগ্রসর ও প্রতিবন্ধী নারীর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নারীদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের ৩০% নারী কোটার কারণে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।
- গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ-১৯৭৬, গ্রাম আদালত আইন-২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত)।
- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ (২০০৬ সালে সংশোধিত)।
- জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নারী নির্যাতন রোধে বেশ কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
যেমন:
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত) ২০০৩;





- যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০;
- মুসলিম পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫;
- এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৮;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯;
- ২০০৯ সালে শিক্ষার্থী ভর্তিতে বাবার নামের পাশে মায়ের নাম বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে তা সর্বত্র প্রযোজ্য;
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯;
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০;
- ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০-এ উন্নীতকরণ;
- নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রবর্তন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাজেটে বিধবা ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করে নিরাপত্তা বেষ্টনী (safety net) কর্মসূচিতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার বর্তমান চিত্র

- স্বাধীনতার সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য। জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে নারীর জীবনচারে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব শ্রমবাজারে নারী কর্মীর চাহিদা বেড়েছে। পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকের শতকরা ৮০ ভাগ নারী। প্রায় ১,৮০,০০০ নারী অভিবাসী দেশে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন। এ ছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, হোটেল-রেস্তোরা, পরিবহন শিল্প, টেলিযোগাযোগ, আবাসন শিল্প, ব্যাংকিং ও বীমা খাত, বৃহৎ কৃষি ও নির্মাণ শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।



- বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। নারীর অংগতিতে যুক্ত হয়েছে...
রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান হাবে তাদের সম্পত্তি এবং উচ্চ পর্যায়ের অবস্থান। পার্লামেন্টসহ
ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উপজেলা ও জেলা পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। এছাড়া
সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, বিচারক, নির্বাচন কমিশনার, পাইলট, পুলিশ এমনসব নানা পেশায় এখন
নারীর সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। ঠিক এখন জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৯ জন
নারী। বেসামরিক প্রশাসনের সচিব পদে কর্মরত ৬৭ জনের মধ্যে ৯ জন নারী, পুলিশ প্রশাসনের
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে একজন নারী নিযুক্ত হয়েছেন। আজ থেকে ১০ বছর আগেও খেলাধুলার
ক্ষেত্রে মেয়েরা যেভাবে বাধার সম্মুখীন হতো আজ তারা সেই বাধার দেয়াল পার করে ক্রিকেটের
রাজত্বেও স্থান করে নিয়েছে।

- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৬ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বৈষম্য
দূরীকরণে ১০ বছরে বাংলাদেশ এগিয়েছে ১৯ ধাপ। আর্থ-সামাজিক নানা ক্ষেত্রে নারী ও
পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সাফল্য বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বের ৭২তম
স্থানে রয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম।

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের ডাভেস শহরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ৫৩তম সম্মেলনে
উপস্থাপিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেন্ডার গ্যাপ দূরীকরণে সাফল্য বিবেচনায় ভারতের
অবস্থান ৮৭তম, চীনের অবস্থান ৯৯তম ও জাপানের অবস্থান ১১১তম। অন্যদিকে পাকিস্তান
অবস্থান করছে ১৪৩তম স্থানে।

- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ নারীরাও পিছিয়ে নেই। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন দরিদ্র গ্রামীণ
জনগোষ্ঠীর শতকরা আশি ভাগ নারীকে ঋণ কর্মসূচির আওতায় এনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য
কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের বড় বড় বেসরকারি সংগঠন, সরকারি ব্যাংক ও বিভিন্ন দণ্ডের
প্রশিক্ষণসহ ঋণ সহযোগিতা প্রদান করছে।



- সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই প্রশংসনীয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার আজ শত ভাগের কাছাকাছি। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হচ্ছে, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার কমেছে। সহস্রাদ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সন্তোষজনক।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সুপারিশমালা

রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শুধু একটি লক্ষ্য সামনে রাখলে চলবে না। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

আজ কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান মোটেই অদৃশ্য নয়। তবে তাদের গৃহস্থালী কাজের দৃশ্য আমরা চোখ থাকলেও দেখতে পাই না। তাই সমর্মাদার লড়াইয়ে নারীর সাথে পুরুষকেও পাশে থাকতে হবে আরো বেশি করে। নারীর ঘর-সংসার ও গৃহস্থালী কাজের স্বীকৃতি দিলে জিডিপিতে নারীর অবদান দুই-তিন গুণ বাঢ়বে।

সেবাখাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে কোন শ্রম আইন নাই। তবে সরকারের ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্দ্যোগ প্রশংসনীয়। এতে নারীর উৎপাদনশীলতা ও ক্ষমতায়ন বাড়বে।

যে হারে আমরা নারীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা দিচ্ছি, সেই হারে কিন্তু গৃহকর্মে পুরুষের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে নারীর ওপর বোঝা বাড়ছে। তাই নারী-পুরুষের কাজের পুনর্বিন্দিন এখন সময়ের দাবি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং যথোপযুক্ত কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী কেউ বাদ যাবে না এই ইস্যুটিকে গুরুত্ব দিতে হবে।



এক্ষেত্রে নারী, শিশু, কিশোরী, বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, হিজড়া, আদিবাসী, হরিজন থাকবে, তেমনিভাবে...
বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে পাহাড়ি, চর, হাওর ও উপকূলীয় এলাকার মানুষদের
অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তার প্রতিফলন
থাকতে হবে। পিকেএসএফ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

ধর্মান্তর ও ধর্মান্তর এক বিষয় নয়। ধর্ম যার যার। বর্তমানে নতুন ধরনের ইসলামীকরণের নামে
নারীকে পুনরায় চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করার চেষ্টা চলছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার অন্যতম এক
উজ্জ্বল উদাহরণের দেশ বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে আটকে ফেলার অপচেষ্টা চলছে।
বিষয়টির ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

পিকেএসএফ-এর বিশাল সহযোগী বাহিনীর মাধ্যমে ৮০% সদস্য পরিবারগুলিকে মানব উন্নয়নে
এবং বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং উন্নুন্ন করতে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ হতে হবে
এবং এজন্য নতুন কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

সিডো সন্দে অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু এখনও দুইটি ধারাকে সংরক্ষিত রাখা
হয়েছে। আমরা মনে করি, এ দু'টি ধারাকে অবমুক্ত করে নারীর বিকাশমান প্রক্রিয়াকে আরও সুদৃঢ়
করা প্রয়োজন।

সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাজটি এখনই করতে হবে। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে
বিশেষ ধারাটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

নারীর অগ্রসরমান প্রক্রিয়াকে টেকসই করার জন্য সমাজের অবকাঠামো ও উপরি-কাঠামোকে
যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের
ক্ষমতা থাকতে হবে। পরিবার সমাজ সংগঠনের কাঠামো এমন হবে যাতে নারী মনে করতে পারে
যে, তার জন্যও অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজমান।

মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে নারীর জন্য শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা অতি জরুরি।
আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং পুরুষতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কাজ
করতে হবে।





গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতিমালাকে সর্বস্তরের মানুষের অবগতির জন্য যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও মানুষের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন জীবনমূর্খী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

নারীর প্রতি সাহিংসতায় করণীয়

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকারের উদ্যোগসমূহ সর্বস্তরে পৌছানো ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ (ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, জাতীয় আইনগত সহায়তা, সালিশী পরিষদ, গ্রাম আদালত ইত্যাদি) করতে হবে। নারী নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গৃহীত আইনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ এবং নারীর প্রতি প্রচলিত নেতৃত্বাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

দেশ ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর জন্য সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

স্থানীয় সরকারের বাজেটে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ) নারী উন্নয়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

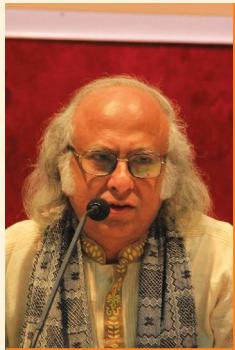
সর্বোপরি, মানুষের মেধা, পরিশ্রম আর প্রযুক্তির শক্তিতে যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে, তার সুফল পুরুষ কতখানি পাবে আর কতখানি নারীসমাজ পাবে সেটিই এখন দেখার বিষয়। নারী সমাজকে পরোপুরিভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে অঙ্গীভূত করতে না পারলে বৈষম্য বৃদ্ধির ঝুঁকি থেকে যায়।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি সম অবস্থান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে লিঙ্গ বৈষম্যমুক্ত পৃথিবী নির্মাণ সম্ভব হবে না।









প্রাথমিক বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পিকেএসএফ

সেমিনারের সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের অগ্রগতিতে নারীদের যে ভূমিকা বাড়ছে তার একটি উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভীর নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো, সবাইকে নিয়ে উন্নয়ন। আমরা যারা উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছি, সমাজের নানান সুবিধা ভোগ করছি, তাদের দায়িত্ব হল পিছিয়ে পড়াদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পিকেএসএফ তার চিন্তা, কর্মসূচি ও ব্যবস্থাপনায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, পিকেএসএফ টেকসই উন্নয়নে কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশে উঁচু মাত্রার রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন সব সময় একই গতিতে চলে না।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন আছে, নীতি আছে, কর্মসূচি আছে, কিন্তু কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে, সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের গড় আয় ও সামাজিক সূচকে অনেক উন্নতি হলেও এখনো কিছু অতিদিন্দি গোষ্ঠী রয়েছে যাদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছায়নি। বাংলাদেশ বর্তমানে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে, কিন্তু মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হলেই একটি দেশে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা নির্মূল হয় না; এর সাথে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী-পুরুষ সমতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ। যে নীতির আলোকে আমরা টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবো, বিভিন্ন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার উল্লেখ করেন। বাস্তবায়নকারী অন্যান্য কর্তব্যক্ষিদের বক্তব্যে এ বিষয়ে উল্লেখ না থাকায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। জাতিসংঘের বিভিন্ন নীতি, বাংলাদেশের সংবিধান এবং নারী নীতি ও অন্যান্য নীতিতে নারীদের বিভিন্ন অধিকার দেয়া হলেও সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব কর্মসূচি কর্তৃক রয়েছে সে বিষয়ে তিনি প্রশংসন উপাপন করেন। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সূচকগুলোতে উন্নতি গৌরবজনক হলেও আমাদের এগিয়ে যাওয়ার আরো সুযোগ রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নারী-পুরুষ মজুরি বৈশম্য শুধু বাংলাদেশ নয়, উন্নত বিশ্বেও





বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, বাংলাদেশে পুরুষ শ্রমিক ১০০ টাকা মজুরি পেলে নারী শ্রমিক ৭৯ টাকা মজুরি পায়। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ শ্রমিক ১০০ ডলার মজুরি পেলে নারী শ্রমিক মজুরি পায় ৮০ ডলার, কৃষ্ণবর্ণের নারী মজুরি পায় ৪০ ডলার। দেখা যাচ্ছে, জাপানের Top Corporate Management-এ নারীর হার মাত্র ৭ শতাংশ।

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন, নারী উত্পক্ষকরণ, বাল্যবিবাহ ও সামাজিক বৈষ্যম্যের কারণে টেকসই উন্নয়ন বাধাইত্ব হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, অঙ্গ বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে মেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় কাজের ব্যাঘাত হবে বলে নারীকে কর্মক্ষেত্র থেকে বাইরে রাখা হচ্ছে। এ সকল কারণে সরকারে যারা আছেন, সরকারের বাইরে যারা আছেন, বিভিন্ন কর্পোরেট খাতে যারা আছেন, সকলের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আমাদের টেকসই উন্নয়ন, সবাইকে নিয়ে উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষ সাম্য প্রতিষ্ঠা - এ বিষয়গুলোর মধ্যে সমৰ্থয়ের মানসিকতা গড়ে উঠেনি, যা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে তিনি চিহ্নিত করেন। দেশে নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি রয়েছে। নীতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি প্রয়োজন ও সকলের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন-এর নীতি হচ্ছে আলোচনাকে শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া। অর্থ সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য যে সকল সেবা পিকেএসএফ নারীদের দিয়ে থাকে, তা নারী-পুরুষের মাঝে সমতার ভিত্তিতে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিকেএসএফ-এর মূল চিন্তা হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এক সময় শুধুমাত্র ক্ষুদ্রস্থানকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম পরিচালিত হতো, যা এখন ‘উপযুক্ত ঋণ’ প্রদানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন পিকেএসএফ আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সেবা, বাজারজাতকরণের সুবিধাও দিচ্ছে। এটি একটি নতুন ধারা তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আগে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। টেকসই উন্নয়নের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের প্রত্যেকের করণীয় রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতেই আজকের আলোচনা বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর এই প্রাথমিক বক্তব্যের পর সভাপতি উন্নত আলোচনার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।







উন্নত আলোচনা



স্পনা রেজা
সহকারী পরিচালক
মানবিক সাহায্য সংস্থা

নারীর ক্ষমতায়ন টেকসই উন্নয়নের আবশ্যিক পূর্বশর্ত বলে তিনি মন্তব্য করেন। সময়ের আবর্তনে কন্যাশিশু পূর্ণাঙ্গ নারীতে পরিণত হয় উল্লেখ করে তিনি কন্যা শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই জরুরি বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বাল্যবিবাহ নিরোধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদেরকে শারীরিক ও সামাজিক ঝুঁকিমুক্ত রাখা, অথচ তাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে আমরা আইনের ফাঁক রেখে দিচ্ছি।

নারীশিশুর বিশেষ অবস্থায় যেমন, প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে বলেই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বিশেষ ছাড়ের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে কি না, এ বিষয়ে তিনি প্রশ়্না রাখেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে যে বিশেষ ছাড়ের কথা বলা হয়েছে তা পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি জোর দাবি জানান।

জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, প্রতি মাসে গড়ে ৫২ জন বিভিন্ন বয়সী নারী ধর্ষনের শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, সকলের মতামতের ভিত্তিতে কন্যাশিশুর নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

ড. নিলুফার বানু
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ



প্রবন্ধ উপস্থাপকের উপস্থাপনায় নারী বিষয়ক অনেক অর্জনের কথা

এসেছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক আইনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, এ সকল আইনের বিধি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নারীদের কাছে নেই। শারীরিক নির্যাতনের শিকার নারীদের সহযোগিতার জন্য নারী পুলিশ রয়েছে, এ সংবাদটিই অনেক নারী জানেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে নারী পুলিশেরও ব্যবস্থা থাকে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। নির্যাতিত নারীদের সহযোগিতার জন্য আইন মোতাবেক নারী পুলিশ অবশ্যই থাকতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে শুধু নারীকে কাজের সুযোগ দিয়ে আয় করার অধিকার প্রদানকে বোঝায় না, বরং অর্জিত আয় থেকে ব্যয় করার অধিকার প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। নারী নির্যাতন, বিশেষ করে শারীরিক নির্যাতনের বিষয়টি যদি আমরা সামাজিকভাবে প্রতিহত না করতে পারি, তবে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।



**রাজিয়া হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র**

নারীর গৃহকর্মকে জিডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তিনি প্রস্তাব রাখেন। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বিষয়ে দেশে অনেক আন্দোলন হয়েছে উল্লেখ করে তিনি টেকসই নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সেমিনারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ছেলে ও মেয়ে সন্তানের সম্পত্তির অধিকার ৫০-৫০ হার নিশ্চিত করার প্রস্তাব রাখেন। নারী শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীরা এ ধরনের নির্যাতনের বিষয় প্রকাশ করতে সাহস পায় না।

এক্ষেত্রে নির্যাতনের বিষয় প্রকাশে নারীর মানসিকতা পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়নও জরুরি বলে তিনি মনে করেন। নারী নির্যাতন করলে দোষী ব্যক্তির শাস্তির বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার নারী সদস্যরা যে খণ্ড ইহগ করেন তা যেন তারা নিজেরাই ব্যবহার করে আয় করতে পারেন, সে বিষয়ে পিকেএসএফ-এর মনিটরিং আরো জোরদার করতে তিনি আহ্বান জানান।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় জানান, সমৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় ১৫০টি ইউনিয়নের নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, পণ্য বাজারজাতকরণ প্রতৃতি কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থ ব্যবহারে নারীর সিদ্ধান্ত এহগের ক্ষমতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বুলবুল মহলানবীশ

সদস্য

সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ



দু'টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, নিয়মিত অভ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। যেমন, সভাপতি সম্মেলনের স্থানে যদি সভাপ্রধান সমোধন করা যায়, তবে লিঙ্গ বৈষম্যটা দূর করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ প্রায়ই বলে থাকেন, দু' লক্ষ মা-বোনের ইঞ্জিনের বিনিময়ে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে নারীকে অসম্মান করা হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেন, নির্যাতিত মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বলার বিষয়টি প্রচলন করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, বীরাঙ্গনা শব্দটি ব্যবহার না করে নির্যাতিত সবাইকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে সরকারি ঘোষণার প্রয়োজন নেই, বরং সচেতনতাই যথেষ্ট।





**বিকাশ কুমার শিকদার
উপ-ব্যবস্থাপক
পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**

বিভিন্ন ধর্মের বিধিবিধান অনুযায়ী যে উত্তরাধিকার আইন রয়েছে, তার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেন, সম্পত্তির প্রতি নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য একটি উত্তরাধিকার আইন থাকা উচিত।



**ড. সেলিমা রহমান
নির্বাহী পরিচালক
আরডিআরএস বাংলাদেশ**

নারীদের অনুকূলে অনেক আইন-বিধি হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসবের পরও দেশে নারীরা নির্যাতিত। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের তথ্যচিত্র মতে ২০১৩-২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ২৭,২২৮ জন নারী শারীরিক, ঘোন, অগ্নিদগ্ধ, এসিডদগ্ধ, মানসিক আঘাত প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, এর বাইরেও রেকর্ড বহির্ভূত নির্যাতন রয়েছে। এছাড়া ইউনিসেফ-এর একটি গবেষণা/জরিপ উল্লেখ করে তিনি বলেন, শতকরা ৬৬ ভাগ মেয়ের ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হচ্ছে। তিনি বলেন, আরডিআরএস বাংলাদেশ রংপুরে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্যাতিত কন্যাশিশুদের আইনী সহায়তা এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে এই কেন্দ্রটিতে ২৮২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্যে ২৫৬ জনই বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার বলে তিনি উল্লেখ করেন। নারীর জন্য দেশে অনেক আইন থাকলেও নারী নির্যাতনের বিষয়ে মানসিক পরিবর্তন হচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ যেহেতু পরিবার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, কাজেই নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার শিক্ষা পরিবার থেকেই দেয়া উচিত। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারী নারী সদস্যদের নামে কী পরিমাণ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ রয়েছে তার ওপর একটি গবেষণা পরিচালনার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে সভাপতি মহোদয় জানান।



**ইয়াসমিন আক্তার বৃষ্টি
সমন্বয়কারী
সাজেদা ফাউন্ডেশন**

তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা নারী হলেও প্রতিদিনই দৈনিক পত্রিকায় নারী নির্যাতনের খবর দেখতে পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে নারীরা এখনো নির্যাতিত ও অবহেলিত। পেশাগত জীবনে নারীরা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন না। এর কারণ হিসেবে



তিনি বলেন, নারীরা প্রথমত তাদের সংসার-সন্তান দেখাশুনা করে, তারপর পেশাগত জীবনে আসেন। এই দুইয়ের মধ্যে আপোস করতে গিয়ে নারী বিপর্যস্ত বোধ করেন।

কন্যাসন্তানকে সবসময়ই বাক্-স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে বসবাস করতে হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, পরিবার থেকেই একটি কন্যাশিশুকে ‘মেয়েমানুষ’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে নারীকে হীনমন্য করে তোলা হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নারীদের আর্থিক সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন রাখেন, আর্থিক সহায়তা প্রদান করে নারীদের মানসিক স্বস্তি আদৌ প্রদান করা যাচ্ছে কি না।

পরিবারের অংশ হিসেবে সন্তানের জন্মদান হাসপাতালে হবে না বাসায় হবে সে সিদ্ধান্তও নারী নিতে পারেন না বলে তিনি জানান। অপরদিকে ২/৩টি কন্যাসন্তান জন্মদান করলে সে নারীকে স্বামী পরিত্যাগ করেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, পরিবারে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে বোৰা মনে করা হয়। কন্যাসন্তানকে মানুষ হিসেবে বড় করে তোলাই মূলকথা, এই মানসিকতা এখনো গড়ে উঠেনি।

এক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব রাখেন, নারীর প্রতি অবহেলার প্রতিবাদে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে এবং কন্যাশিশুকে বোৰা হিসেবে বিবেচনা না করে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে শুধু নারীদের নিয়ে সভা-সমাবেশ করলে হবে না, কারণ নারীরা পরিবারে গিয়ে তা জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারে না। তাই এ ধরনের সভায় নারীদের সাথে তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরও অংশগ্রহণের আয়োজন করাও উচিত। সে ক্ষেত্রে পরিবার থেকে নারীরা যথাযোগ্য সম্মান পাবেন বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি নারী চাকুরেদের জন্য কর্মপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করেন।

কুমার বিশ্বজিৎ রায়

প্রতিবেদক

বাংলাদেশ টেলিভিশন



সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জঙ্গি তৎপরতায় নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি লক্ষ করা যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন রাখেন, এক্ষেত্রে নারীদের জঙ্গি তৎপরতা থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পিকেএসএফ কী করছে?

হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-এর পদক্ষেপ কী, সে বিষয়ে তিনি জানার আগ্রহ একাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, নারীরা পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় পুরুষদের প্ররোচনাতেই নারীরা জঙ্গি তৎপরতায় অংশগ্রহণ করছেন বলে সবাই মনে করছেন। পুরুষশাসিত সমাজে এটাই স্বাভাবিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথমে প্রয়োজন পুরুষের মানসিকতার উন্নতি।





**মোঃ সেলিম উদ্দিন
পরিচালক
ইন্টিহেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন**

তিনি বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইনের মাধ্যমে নারীরা তালাক প্রদানের অধিকার পেয়েছেন। পরিবারে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় একক বিবাহ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আইন প্রণয়ন করার বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করেন।



**নাসিম সুলতানা লিবন
প্রকল্প সমন্বয়কারী
স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি**

তিনি বলেন, নারীরা তালাক প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সম্পদের অধিকার নেই। সম্পদের উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, যতটুকু অধিকার আছে তাও নারীরা অর্জন করতে পারছেন না। তিনি প্রশ্ন করেন, সম্পদের উত্তরাধিকারে নারীদের সমতা নিশ্চিত করতে হলে কী করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, উত্তরাধিকারের বিষয়টি আইনের মধ্যে নেই। তবে ২০১১-এর নারী নীতিমালা অনুসারে বিয়ের পরে অর্জিত সম্পত্তির অধিকার অর্ধেক নারীর ও অর্ধেক পুরুষের। এ বিষয়টিও যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তবে উন্নয়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

**ফেরদৌসী বেগম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
উদ্দীপন**



তিনি বলেন, সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছেন, কিন্তু এই নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। নারী যদি তার অধিকার সম্পর্কে না জানেন, অধিকার প্রাপ্তির তথ্য যদি না জানেন, অধিকারের ক্ষেত্রে তার নিজের ভূমিকা সম্পর্কে না জানেন, তবে নারীর ক্ষমতায়ন কী করে হবে? এক্ষেত্রে পিকেএসএফ যদি নারীদের অধিকার বিষয়ক তথ্য প্রদানে তৎপর হয় তবে নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, উদ্দীপনসহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থারও দায়িত্ব রয়েছে নারীদের সচেতন করতে কাজ করার। তিনি আরো বলেন, আমরা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে সীমাবদ্ধ নই, আমরা এখন সামাজিক উন্নয়নসহ মানুষের নানাবিধ উন্নয়নের দিকে নজর দিচ্ছি। ফলে নারী অধিকারের বিষয়গুলো এর মধ্যে চলে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন ১৫০টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক হারে আমরা কাজ করছি। সমৃদ্ধি-র কিছু উপাদান নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কাজ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সহযোগী সংস্থাগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন।



**কানিজ ফাতেমা
সমন্বয়কারী
ওয়েব ফাউন্ডেশন**



তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমাধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে নারীদের অভিভাবকত্ব, ভরণপোষণ, তালাক, বিয়ে সমস্ত কিছু ধর্মের অনুশাসনের দিক থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে। নারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবি ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি মন্তব্য করে তিনি তা বাস্তবায়নের জন্য নীতি নির্ধারণী মহলের প্রতি প্রস্তাব রাখেন।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধানের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ১৮ বছরে প্রাণ্ড বয়স্ক হওয়ার পূর্বে কন্যাশিশুকে বিয়ে দেয়া এবং নির্যাতনকারী বা ধর্ষকের সাথে বিয়ে দিয়ে অপরাধীকে প্রৱৃত্ত করার জন্য এ বিশেষ বিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ করেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়ে নারীকে মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে আমরা জনগণের বক্তব্যকে তুলে নিয়ে আসছি এবং সে মোতাবেক অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছি। নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করতেও পিকেএসএফ আন্তরিকভাবে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।



**অমলা দাস
উপ-পরিচালক
এসডিএস, শরীয়তপুর**

তিনি বলেন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়টি স্থিমিত হয়ে গিয়েছে। তিনি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

**এ এইচ এম নোমান
সেক্রেটারি জেনারেল
ড্রপ**



এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৭টি অভীষ্টের প্রথম অভীষ্ট হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই অভীষ্ট অর্জন থেকে যেন আমরা দূরে সরে না যাই সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে তিনি আহ্বান জানান। যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে তার কেন্দ্রে মা-এর অবস্থানকে বিবেচনা করা যেতে পারে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তাহলে এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টই অর্জন সহজতর হবে বলে তিনি মনে করেন।





প্রফেসর হামানা বেগম উন্নয়ন কথা

তিনি বলেন, সরাসরি নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন আইন এমন কি সংবিধানেও নারীদের সমাধিকার নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। সম্পত্তিতে নারীদের সমাধিকার থাকলে ধর্মভিত্তিক বিভাজন না হয়ে সংবিধান অনুযায়ী সম্পদের বণ্টন হতো বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য এ সকল দিক বাস্তবায়নের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে বলে। শিশুর মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে কাজ করতে হবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং নারীনীতি ২০১১ পড়ার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহোদয় বলেন, সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সময়ের সাথে সাথে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনও ঘটছে। সাম্প্রতিক কালে নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে একথা যেমন অস্বীকার করা যাবে না তেমনি সমাজে নারীর সপক্ষে অভিমতও জোরদার হয়ে উঠছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য অবশ্যই নারীর অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে, কারণ, এসডিজি-তে বলা হয়েছে সামাজিক উন্নয়নে কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, পিকেএসএফ তার সকল নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী এবং সেভাবেই আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা যথাসম্ভব সচেতন থাকি।







ড. প্রতিমা পাল মজুমদার
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ
পিকেএসএফ

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধটি যথার্থই অন্তর্ভুক্তিমূলক উল্লেখ করে তিনি উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানান। এই প্রবন্ধটি একটি বুকলেট আকারে প্রকাশ করলে তা থেকে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য খুব সহজেই পাওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নারী একজন মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ – এই চেতনা যদি নারীর মধ্যে জগত হয়, তবেই নারীর ক্ষমতায়ন হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

নারীদের সম্বন্ধ হওয়ার শক্তি ও অর্জন করতে হবে বলে তিনি মনে করেন, যা নারীর ক্ষমতায়নের একটি সূচক। সরকার নারীর বিভিন্ন অধিকার দিয়েছে বলে যে আলোচনা হলো, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, অধিকার কারো থেকে পাওয়ার বিষয় নয়, এটি অর্জনের বিষয়। নারী উন্নয়নের বিষয়টি শুধু নারীর জন্য নয়, এটি দেশের, সমাজের ও পরিবারের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনেক দেশেই নারীর উন্নয়ন না হওয়ায় সামগ্রিক উন্নয়ন টেকসই হয়নি বলে তিনি জানান। নারীর উন্নয়ন যে পরিবারের, সমাজের ও দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন, এই মানসিকতাটা সকল পর্যায়ে গড়ে উঠতে হবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। ধর্মের বিচারে নয়, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারীর সম্পত্তির প্রতি সমাধিকার থাকতে হবে, এই দাবি দীর্ঘদিনের বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুসলিম হেবা আইনের মতো হিন্দু পরিবারেও নারীদের সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারের ব্যবস্থা সরকার করেছে। সকল প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।







সম্মানিত আতিথির বক্তব্য

ডঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন যে, আমরা যে কাজই করি না কেন, তার মাঝে যদি শিক্ষাটাই না থাকে, সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হতে পারি, তবে আমরা সঠিকভাবে অনেক কিছুই জানবো না। আজকে হয়তো পিকেএসএফ-সহ অন্য অনেক সংগঠন তাদের কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আমরা বিভিন্নভাবে দল গঠন করছি, সভা-সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছি, গোলটেবিল বৈঠক করছি, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তাদেরকে জানাচ্ছি কিন্তু পরবর্তীকালে আবার তা ভুলে যাচ্ছি।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হচ্ছে, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, কিন্তু এসবের মূলে যেসব উপাদান আছে তার দিকে নজর দেয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

মাননীয় মেয়র বলেন যে, তার সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেটে নারীদের খণ্ড কার্যক্রমের জন্য গত বছর প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো, যা এ বছর আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইউএনডিপি-এর সহযোগিতায় ২০০৩ সাল থেকে ‘কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি)’ নামক একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এ সংগঠনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকার নারীদেরকে সংগঠিত করা হয়েছিলো।

সে সময়ে নারায়ণগঞ্জ শহরের মত একটি এলাকায় নারীদের সংগঠিত করে ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ অনেক কষ্টসাধ্য হলেও তা অগাধিকার ভিত্তিতে করা হয়েছিলো বলে



তিনি জানান। এ সকল সংগঠিত নারী যখন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখনই দেশ সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রশাসন ও সরকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উল্লেখ করে মাননীয় মেয়র বলেন যে, বাংলাদেশের নারী প্রধানমন্ত্রীকেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝে কাজ করে দেশকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।



তিনি বলেন যে, ১৯৯৭ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নারীদের ক্ষমতায়নে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বিলোপ করা যায় এমন মত ব্যক্ত করে তিনি বলেন যে, বর্তমানে নারীরা সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই তাদের অবস্থান অর্জন করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

সংরক্ষিত আসনের প্রচলিত ধারা থেকে বের হয়ে আসার উদ্দেশ্য নারীদেরকেই গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। নারীদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীকে চিন্তা করতে হবে তারাও আত্মর্যাদামীল মানুষ।

শৈশব থেকেই ‘আমি একজন মানুষ’ এ ধরনের চিন্তাশক্তির মাধ্যমে বেড়ে উঠার অভিজ্ঞতা আছে, একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, নিজেকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখার পেছনে তার বাবার সহায়তা ছিলো। একজন সাহসী মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার পেছনে প্রথমেই তিনি তার বাবার অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে বাবার পরই তার মা’র অবদান রয়েছে।

নারীকে একজন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান ভূমিকা পালন করে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, পরিবারে মায়েদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আনতে হবে।



নিজের জীবনের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে মাননীয় মেয়র বলেন যে, ১৯৮৫ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে স্কলারশিপ-এর সুযোগ পেলে পরিবারের সবার আপত্তির মুখে একমাত্র তার মা-ই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তার মা'র সেদিনের সাহসী ভূমিকার কারণে তার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়েছিলো বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ফলে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের মায়েদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। শিশু বা সন্তানকে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে বিবেচনার প্রথম বিভাজন শুরু হয় পরিবার থেকে, একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, পরিবার থেকেই যদি এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহলে তা একটি বৈশম্যহীন সমাজ নির্মাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভবপর।

নারী অধিকার অর্জনে শুধু নারী সংগঠন নয়, পুরুষদেরও সোচ্চার হতে হবে। বিভিন্ন আইনের প্রয়োগের জন্য সংগঠন পর্যায় থেকে চাপ প্রদান করতে হবে বলে তিনি মত দেন। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধানের প্রতি দ্বিমত পোষণ করে তিনি বলেন যে, এর পরিবর্তন হওয়া উচিত।



তিনি বলেন, নারীদেরকে পুরুষদের মতই সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে এবং পুরুষকে পাশে নিয়েই নারীকে এগিয়ে যেতে হবে, পথ চলতে হবে। টেকসই উন্নয়নে নারীর অবস্থানের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও যাতে নারীর মতামত এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরে কোন নারী যদি কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন অনেক সময় দেখা যায়, সেটা গ্রহণ করতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করেন, এমনকি অন্য নারীরাও সেটি সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি বলেন যে, এ ধরণের মনোভাব থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।







সমাপনী বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ
সভাপতি, পিকেএসএফ

সেমিনারের সভাপতি মহোদয় বলেন, এই সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাওয়া সমাজে সমস্যা থাকবে এবং নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের কাজ হবে এ সকল সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা। তিনি বলেন যে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টির পূর্বেই সে সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, যাতে আমরা আগে থেকেই সে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সকলকে একত্রে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, কিছু মৌলিক বিষয়ে আমাদের একমত হতে হবে, যার একটি হচ্ছে ‘সাম্য’ - নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে সাম্য। মানুষকে কেন্দ্র করে আমাদের সব কর্মসূচির চিন্তাভাবনা ও বাস্তবায়ন যদি আমরা করতে পারি, তবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পিকেএসএফ মানুষকে কেন্দ্র করে কাজ করে যাচ্ছে; পিকেএসএফ-এর কাছে মানুষই উপজীব্য। মানুষের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য, বহুমাত্রিক অগ্রগতিকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাবো বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পদ্মা সেতু নির্মাণের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বিশ্বের কাছে আমরা বার্তা পৌছাতে পেরেছি যে, আমরাও পারি। এ কাজের পাশাপাশি উন্নয়নের পথে অন্যান্য কাজও আমরা করতে পারবো বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেমিনারে যে বিষয়গুলো আলোচনা হলো তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান এবং সহযোগী সংস্থাদের অনুরোধ করেন, তারা যেন নারীদের অধিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে কারো অপেক্ষা না করে নিজেরাই তৎপর হন। পরিশেষে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।





সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১	মোঃ এরশাদ আলী	এ্যাসোসিয়েশন ফর রঞ্জাল এ্যাডভাগমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)
২	নিলুফার আলম	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
৩	মনোয়ারা নওশীন	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
৪	নাহরিন সুলতানা	এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিউস (আরবান)
৫	শীলা রানী সাহা	এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিউস (আরবান)
৬	নুরতাজ আলম	এ্যাসোসিয়েশন ফর রঞ্জাল এ্যাডভাগমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)
৭	সুফিয়া খাতুন	এ্যাসোসিয়েশন ফর রঞ্জাল এ্যাডভাগমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)
৮	বিলকিস বেগম	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা
৯	হালিমা পারভিন	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা
১০	নাসরিন আক্তার	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
১১	আরিফা	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
১২	আইরিন সুলতানা	জয়পুরহাট রঞ্জাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট
১৩	রাজিয়া সুলতানা	জয়পুরহাট রঞ্জাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট
১৪	জাকিয়া সুলতানা	জাকস ফাউন্ডেশন
১৫	সুচিত্রা	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)
১৬	রোকসানা সুলতানা	প্রত্যাশী
১৭	মোসাঃ আমেনা খাতুন	প্রগতি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১৮	মোসাঃ আসমত আরা	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
১৯	ফরিদা ইয়াসমিন	সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহাসমেন্ট প্রোগ্রাম (সিপ)
২০	মোর্শেদা আক্তার শিল্পী	অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কমিউনিটি এ্যাডভাগমেন্ট (অপকা)
২১	খালেদা বেগম	প্রত্যাশী
২২	রোমানা	ড্যাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট
২৩	খাদিজা	সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ বাংলাদেশ
২৪	মুনী পাটওয়ারী	হীড বাংলাদেশ
২৫	নাসরিন সুলতানা	হীড বাংলাদেশ
২৬	রাশিদা আক্তার	হীড বাংলাদেশ
২৭	আফসানা আজিজ জেসি	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)
২৮	মঞ্জুরা ইয়াসমিন	সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহাসমেন্ট প্রোগ্রাম (সিপ)
২৯	লিপি রানী দাশ	সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহাসমেন্ট প্রোগ্রাম (সিপ)




ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
৩০	ইশরাত জাহান	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি
৩১	লুৎফন নাহার	মহিলা বহুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)
৩২	তাসলিমা খানম	মমতা
৩৩	জামাতুল নাসিমা	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা
৩৪	আব্দুর রাজ্জাক	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
৩৫	আলতাফুর রহমান সেলিম	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
৩৬	মোঃ শফিউল ইসলাম খান	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
৩৭	হাফিজ আল্ল আসাদ	ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন
৩৮	ইফতেখার হোসেন	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৩৯	রোজীনা খানম	বাংলাদেশ এনডায়ারনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেডো)
৪০	জাহানারা হাসান	বাস্তু- ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস্ সেলফ ডেভেলপমেন্ট
৪১	মোসাঃ ইসাবেলা	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
৪২	মোঃ নজরুল ইসলাম	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
৪৩	মোসাঃ মনসুরা বেগম	আল-ফালাহ আ'ম উন্নয়ন সংস্থা (আফাআউস)
৪৪	শিউলী	পরশ্মনি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
৪৫	মিজানুর রহমান	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্রিমেটেশন (পাপি)
৪৬	মোঃ ফাহাদ আক্তার হাবিব	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্রিমেটেশন (পাপি)
৪৭	মোঃ ফজলুল হক	আদ-বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
৪৮	এস.এম মোস্তাফিজুর রহমান	উন্নয়ন
৪৯	রফিলিয়া পারভিন	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
৫০	মোসাঃ ফাহমিদা আফরোজ	আত্মবিশ্বাস
৫১	অমলা দাস	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)
৫২	হোসনেয়ারা বিনু	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)
৫৩	সালমা আক্তার	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)
৫৪	নাসিমা বেগম	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
৫৫	সুরাইয়া পারভিন	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
৫৬	উম্মে রোমান আক্তার	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট
৫৭	আঞ্জুম নাহিদ চৌধুরী	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
৫৮	আনিসুর রহমান	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
৫৯	নাহিদ পারভীন	সি.এআর.বি
৬০	মিস্ রজুফা	শতফুল বাংলাদেশ

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
৬১	মোঃ মোস্তাফিজুর	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
৬২	ফকীর জাহিদুল ইসলাম	কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)
৬৩	রোজী দাশ	মমতা
৬৪	পারভিন আক্তার	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
৬৫	মোঃ মাহবুব আলম	উদ্বীপন
৬৬	রঞ্জিলিয়া ইয়াসমিন	উদ্বীপন
৬৭	মোঃ আব্দুর রাজাক	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
৬৮	আবিদা সুলতানা	এসোসিয়েশন ফর ইনোভেশন অব কমিউনিটি হেল্থ এডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)
৬৯	আসমা আক্তার	কোস্টাল এ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট
৭০	মোঃ সেলিম উদ্দীন	ইন্টিহেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)
৭১	সোমা সরকার	পিদিম ফাউন্ডেশন
৭২	সোহেলিয়া নাজনীন হক	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস্ (এসডিআই)
৭৩	এম.এস জাহাঙ্গীর আলম	প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)
৭৪	মোঃ মোহসীন	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
৭৫	হাসান বানু (ডেইজি)	সেন্টার ফর মাস এডুকেশন সায়েন্স (সিএমইএস)
৭৬	সাদি মাহমুদ	সেতু
৭৭	সাজেদা আক্তার	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী (পিএমকে)
৭৮	মাহমুদা আক্তার	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
৭৯	উম্মে কুলছুম	সেলফ হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)
৮০	মোছাঃ আফরোজা	সেলফ হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)
৮১	শেখ সেলিম	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
৮২	রাবেয়া নাজনীন	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
৮৩	মোঃ নাসির আলম	সোস্যাল এডভাসমেন্ট থু ইউনিটি-সেতু
৮৪	বৰী পাল	সোস্যাল এডভাসমেন্ট থু ইউনিটি-সেতু
৮৫	মোঃ রেজাউল করিম	ড্যাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট
৮৬	খুরশীদ আলম	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
৮৭	মোঃ আবু জুবায়ের শেখ	সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহাসমেন্ট প্রোগ্রাম (সিপ)
৮৮	বিকাশ সাহা	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৮৯	কামরুল আলম	প্রগতি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
৯০	ধীরেন্দ্র কুমার রায়	গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)
৯১	মোঃ জালাল উদ্দীন	দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)



প্রাপ্তি সংস্থা

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
৯২	কামরূল হাসান	সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ বাংলাদেশ
৯৩	মোঃ আবদুল ওয়াবুদ	পাবনা প্রতিশ্রুতি
৯৪	মোঃ মনিরুজ্জামান	রংরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)
৯৫	তাস্মি-উল-আলম	ঘাসফুল
৯৬	মোঃ সাখাওয়াত হোসাইন	অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এডিআই)
৯৭	মোঃ ওয়াজেদ আলী	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)
৯৮	খান মোঃ শাহ আলম	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
৯৯	মোঃ জহিরুল ইসলাম	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
১০০	সাদমান সৌমিক ইসলাম	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভাঞ্চমেন্ট (বাসা)
১০১	মোঃ বিলাল হোসাইন	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভাঞ্চমেন্ট (বাসা)
১০২	মোঃ দীন ইসলাম	হীড বাংলাদেশ
১০৩	মহসিনা আখতার মোনা	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
১০৪	মোঃ আমীন বেলাল	সৃজনী বাংলাদেশ
১০৫	মোঃ ফরিদ হোসাইন	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা
১০৬	মোঃ আবদুল্লাহ	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রংরাল পুওর (ডরপ)
১০৭	স্বর্ণা দাস	হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা
১০৮	লিপি	হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা
১০৯	সুলতানা রাজিয়া	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
১১০	দিতি সাহা	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
১১১	কানিজ ফাতেমা	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
১১২	আবু রায়হান	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেডো)
১১৩	নাহিদা পারভীন তালুকদার	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভাঞ্চমেন্ট (বাসা)
১১৪	বিকাশ কুমার সিকদার	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১১৫	মোঃ মিজানুর রহমান	ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোস্যাল এ্যাডভাঞ্চমেন্ট (দিশা)
১১৬	মৌসুমী কবির	ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোস্যাল এ্যাডভাঞ্চমেন্ট (দিশা)
১১৭	মুশ্বিদা খানম	সেন্টার ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স (সিসিডিএ)
১১৮	ইরিনা হক নিপা	সেন্টার ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স (সিসিডিএ)
১১৯	কামাল ফারংক	সেন্টার ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স (সিসিডিএ)
১২০	শারমিন সাবরিনা	এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
১২১	তাজমিন আক্তার	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)
১২২	নুসরাত নাসরিন	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)



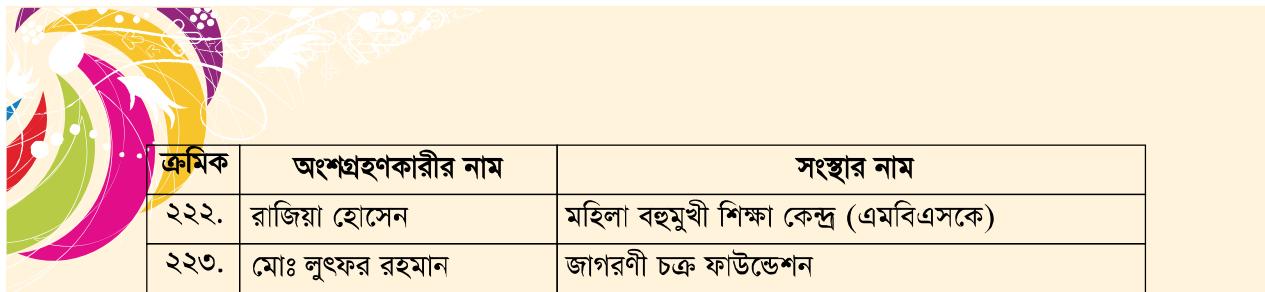
ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১২৩	মোঃ ইউনুস	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)
১২৪	ফাতেমা মাহিনুর	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)
১২৫	শিথা বড়ুয়া	ঘাসফুল
১২৬	নুপুর সাহা	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)
১২৭	মোয়াজেম হোসেন	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
১২৮	আশরাফুন নাহার	দাবী-মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা
১২৯	মোসাঃ সাগরিকা খাতুন	এ্যাকশন ফর ইউন্যন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এএইচডও)
১৩০	হাসিয়ারা বেগম	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিডিএস)
১৩১	সোহানা নাজনীন	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
১৩২	জোহরা খাতুন	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
১৩৩	খাইরঞ্জেনা	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
১৩৪	শাজিয়া শিমু	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
১৩৫	পিংকু রিতা বিশ্বাস	রংরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)
১৩৬	নাজনীন নাহার	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
১৩৭	মোছাঃ সুমি খাতুন	শতফুল বাংলাদেশ
১৩৮	সুলতানা রাজিয়া	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন
১৩৯	সুবর্ণা কাস্তা গুণ	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন
১৪০	মোঃ তাজুল ইসলাম	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
১৪১	মোঃ শাহজাহান	মমতা
১৪২	মোঃ নুরুল আমিন	মমতা
১৪৩	মাজেদা শওকত	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)
১৪৪	ফেরদৌসী	উদ্দীপন
১৪৫	জরিনা খাতুন	আশ্রয়
১৪৬	ছাবেদুল ইসলাম	আশ্রয়
১৪৭	মোঃ আব্দুল মরিন	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
১৪৮	রাবেয়া বেগম	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)
১৪৯	মোঃ নাজমুল হায়দার	ইয়ৎ পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা)
১৫০	মোঃ শফিউল্লাহ শোভন	পিদিম ফাউন্ডেশন
১৫১	মোঃ কামরুজ্জামান	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনশিয়েটিভ (এসডিআই)
১৫২	কাজী মশিউর রহমান	সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)
১৫৩	সাইদা রোকসানা খান	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
১৫৪	শাহান আরা	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
১৫৫	মোল্লা আব্দুল্লাহ আল-মেহেদী	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)



ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১৫৬	গীতাশ্রী	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
১৫৭	গীতা মিত্র	সেন্টার ফর মাস এডুকেশন সায়েন্স (সিএমইএস)
১৫৮	সিনথিয়া ইসলাম	সেতু
১৫৯	রিয়াদ মাহমুদ	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী (পিএমকে)
১৬০	রফিকুল আলম	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা
১৬১	বেবী রিটা	রিসোর্স ইন্ডিপ্রেশন সেন্টার (রিক)
১৬২	তাশরফা হোসেন	রিসোর্স ইন্ডিপ্রেশন সেন্টার (রিক)
১৬৩	মেরী বেগম	ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
১৬৪	হামিদা বেগম	সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)
১৬৫	আলেয়া আকতার	সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)
১৬৬	মমতা চাকলাদার	পাবনা প্রতিষ্ঠান
১৬৭	খালেদা আকতার	সাজেদা ফাউন্ডেশন
১৬৮	মাসুদা পারভীন	সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)
১৬৯	সন্ধ্যা রানী পাল	সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)
১৭০	মনোয়ারা বেগম	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভাসমেন্ট (বাসা)
১৭১	আরিফন আকতার	সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)
১৭২	সালমা আকতার	গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)
১৭৩	মৌসুমী সুলতানা	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
১৭৪	সালেহা বেগম	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
১৭৫	জেসমিন আকতার	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপিমেন্টেশন (পপি)
১৭৬	রুখসানা বেগম	রিসোর্স ইন্ডিপ্রেশন সেন্টার (আইডিএফ)
১৭৭	আনোয়ারা খাতুন	পাবনা প্রতিষ্ঠান
১৭৮	আসমা বীথি	সাজেদা ফাউন্ডেশন
১৭৯	বৃষ্টি	সাজেদা ফাউন্ডেশন
১৮০	আয়েশা বেগম	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
১৮১	মনজিল সুলতানা	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
১৮২	ডা. তাসনিম আহমেদ	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেডে)
১৮৩	অলোকা রানী	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি
১৮৪	অলকা নন্দিতা	সমাজ ও জাতি গঠন (সজাগ)
১৮৫	নূরে নাসরীন	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)
১৮৬	ইয়াসমিন রহমান	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)
১৮৭	নার্গিস আশার খানম	জাকস ফাউন্ডেশন
১৮৮	মুর্শেদ ইকবাল	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি



ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১৮৯.	নাস্তি সুলতানা লিবন	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
১৯০.	লাভলী খাতুন	এসকেএস ফাউন্ডেশন
১৯১.	শিল্পী বিশ্বাস	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
১৯২.	জাহাননূর খান	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রংবাল পুওর (ডরপ)
১৯৩.	শাহিদা খাতুন	ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন
১৯৪.	মোঃ আবুল বাশার	জাকস ফাউন্ডেশন
১৯৫.	ডালিয়া আশরাফ আসমা	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১৯৬.	রওশন আরা	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১৯৭.	নাজলীন শরীফ	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১৯৮.	মাহবুবা ইলাহী	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)
১৯৯.	আফরোজা খানম	কারসা ফাউন্ডেশন
২০০.	রাহিমা খাতুন	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
২০১.	মিলি বেগম	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
২০২.	পরিমল সাহা	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)
২০৩.	আয়শা খাতুন জবা	আল-ফালাহ আ'ম উন্নয়ন সংস্থা
২০৪.	রঞ্জিত চন্দ্র দাস	বাস্তব- ইনিশিয়েটিভ ফর পিপলস্ সেলফ ডেভেলপমেন্ট
২০৫.	জেসমিন আকতার	আদ্-ধীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
২০৬.	মনোয়ারা খাতুন	আদ্-ধীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
২০৭.	হেলাল উদ্দীন মজুমদার	প্রত্যাশী
২০৮.	শাহানারা	উন্নয়ন
২০৯.	ড. নুসরাত জাহান	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)
২১০.	নায়মা আরেফিন	রংবাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)
২১১.	স্বপ্না রেজা	মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)
২১২.	জে এম নাজিমুদ্দীন আকেল	এ্যাকশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এএইচডিও)
২১৩.	মোসাঃ সাগরিকা খাতুন	এ্যাকশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এএইচডিও)
২১৪.	নাহিদ ফেরদৌস	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)
২১৫.	জয়া প্রসাদ	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)
২১৬.	মোঃ ইকবাল হোসেন	অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এডিআই)
২১৭.	চিত্রা রাণী দাশ	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
২১৮.	উই নু প্রঢ় মারমা	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
২১৯.	শাহানাজ পারভীন	ডাক দিয়ে যাই
২২০.	রোকসানা	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
২২১.	মাহফুজুর রহমান খান	কারসা ফাউন্ডেশন



ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
২২২.	রাজিয়া হোসেন	মহিলা বহুবৈ শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)
২২৩.	মোঃ লুৎফর রহমান	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
২২৪.	রোমানা খাতুন	কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)
২২৫.	আবিদা সুলতানা	উদ্বীপন
২২৬.	দিলারা জাহান স্পন্সা	উদ্বীপন
২২৭.	ড. সেলিমা রহমান	আরডিআরএস বাংলাদেশ
২২৮.	বিট্টি ঘোষ	মমতা
২২৯.	মোঃ মাসুদুর	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
২৩০.	ফেরদৌস আরা ঝুমী	কোস্টাল এ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট
২৩১.	শামী মার্জিয়া	ইন্টিহেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)
২৩২.	ফারাজানা শশী	ইন্টিহেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)
২৩৩	মঙ্গ্লয়ারা	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এসডিআই)

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারী	মোট
১	পিকেএসএফ-এর পর্যবেক্ষণ সদস্যবৃন্দ	০৫
২	সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ	২৩৩
২	পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ	৬৩
৪	আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ	১০
৫	প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া	১৯
সর্বমোট		৩৩০







